রাকী ফয়সাল আহমেদ সাবিত

এমবিবিএস শিক্ষার্থী, কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ

আল কুরআন রুকইয়াহ হিলিং সেন্টার

স্বপ্নে খাবার বা পানীয়ের মাধ্যমে জাদু নবায়ন এবং তার চিকিৎসা

(শাইখ খালিদ আল-হাবাশী এর গাইডলাইন অবলম্বনে - পর্ব ১ ও ২)

🔹 প্রেক্ষাপট ও বাস্তবতা

যখন একজন রোগী রুকইয়াহ শুরু করেন এবং তার শরীরে থাকা জাদুর প্রভাব দুর্বল হতে থাকে, তখন শয়তান বা জাদুকর অত্যন্ত মরিয়া হয়ে ওঠে। তারা ঘুমের ঘোরে বা স্বপ্নে রোগীকে কিছু খাইয়ে জাদুর প্রভাব নতুন করে নবায়ন (Tajdeed) করার অপচেষ্টা চালায়। এটি মূলত জাদুর শক্তিকে পুনরায় আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়ার একটি চক্রান্ত।

🔹 লক্ষণসমূহ

আপনি যদি এই ধরনের সমস্যায় ভুগে থাকেন, তবে নিচের লক্ষণগুলো আপনার সাথে মিলে যেতে পারে:

- **স্বপ্নে পরিচিত বা অপরিচিত কাউকে অথবা কোনো প্রাণীকে খাবার বা পানীয় খাওয়াতে দেখা।**
- **কখনো সরাসরি খাবার না দেখে শুধু গিলতে বা খেতে বাধ্য করার তীব্র অনুভূতি হওয়া।**
- **সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর পেট ভরা, ভারী বা ফুলে থাকার অনুভূতি হওয়া।**
- **ঘুম ভাঙার পর ঢেকুর ওঠা এবং মুখে নির্দিষ্ট কোনো খাবারের স্বাদ বা তীব্র গন্ধ অনুভব করা।**
- **সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর বমি বমি ভাব হওয়া বা পেটে তীব্র অস্বস্তিকর ব্যথা অনুভব করা।**

🔷 ঘুমানোর পূর্বের প্রস্তুতি ও সুরক্ষামূলক আমল

শাইখের বিশেষ নির্দেশ: এই সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য ঘুমানোর পূর্বের প্রস্তুতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাদুর নবায়ন ঠেকাতে নিচের আমলগুলো দৃঢ়তার সাথে পালন করতে হবে।

১. পবিত্রতা ও ওযু:

অবশ্যই পবিত্র হয়ে ভালোভাবে ওযু করে ঘুমানোর প্রস্তুতি গ্রহণ করুন।

২. আয়াতুল কুরসী পাঠ:

১ বার পাঠ করুন

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ
وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ
مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا
بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ
مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ
الْعَظِيمُ

৩. সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত:

১ বার পাঠ করুন

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পড়বে, তা তার জন্য যথেষ্ট হবে।" (বুখারী)

৪. তিন কুল পড়ে শরীরে ফুঁ দেওয়া ও মাসেহ করা:

৩ বার পাঠ করুন

দুই হাত একত্রিত করে তাতে সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে ফুঁ দিবেন। এরপর মাথা থেকে শুরু করে সারা শরীরে যতদূর হাত যায় মাসেহ করবেন। এভাবে ৩ বার করবেন।

৫. পেটে তেল মালিশ করা (অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ):

শাইখ খালিদ আল-হাবাশী বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন যে, ঘুমানোর পূর্বে রুকইয়াহ করা অলিভ অয়েল (জলপাই তেল) অথবা কালো কস্তুরী (Black Musk) **পেটে, বুকে এবং গলায়** ভালোভাবে মালিশ করে ঘুমাবেন। এটি শয়তানের প্রবেশপথে সরাসরি বাধা সৃষ্টি করে এবং জাদুর খাবার পেটে পৌঁছাতে চরম বাধার সম্মুখীন করে।

🔹 মাইন্ড প্রোগ্রামিং বা মানসিক প্রস্তুতি

শাইখ খালিদ আল-হাবাশী এই কৌশলটির উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। অবচেতন মনকে প্রস্তুত করতে হবে। ঘুমানোর আগে নিজের মনের মধ্যে দৃঢ় সংকল্প (Intention) স্থাপন করুন যে:

"আমি স্বপ্নে যাই দেখি না কেন, আমি কিছু খাবো না। কেউ আমাকে জোর করলেও আমি তা

প্রত্যাখ্যান করবো এবং আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবো।"

এই দৃঢ় মানসিক প্রস্তুতি আপনার অবচেতন মনকে সজাগ রাখবে, ফলে স্বপ্নে শয়তান খাবার নিয়ে এলে আপনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে তা প্রত্যাখ্যান করতে পারবেন।

🔹 ঘুমের মধ্যে বা স্বপ্নে করণীয়

যদি ঘুমের ঘোরে অনুভব করেন বা স্বপ্নে দেখেন যে কেউ জোর করে বা ফুসলিয়ে আপনাকে কিছু খাওয়াতে চাচ্ছে, তখন পূর্ব প্রস্তুতির কারণে আপনি তা প্রত্যাখ্যান করার চেষ্টা করবেন এবং মনের জোরে সাথে সাথে পড়ার চেষ্টা করবেন:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

অথবা

بِسْمِ اللَّهِ

খাবারটি মুখ থেকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করবেন এবং **সাথে সাথে জোর করে ঘুম থেকে জেগে ওঠার চেষ্টা করবেন।**

🔹 ঘুম থেকে ওঠার পর তাৎক্ষণিক করণীয়

শাইখের কড়া নির্দেশ:

ঘুম ভাঙার পর এক মুহূর্তও দেরি করা যাবে না। জাদুর খাবার শরীরে মিশে যাওয়ার আগেই তা নষ্ট করতে হবে!

১. বিছানার পাশেই পানি প্রস্তুত রাখা:

রাতে ঘুমানোর আগেই বিছানার পাশে রুকইয়াহ করা পানি (পড়া পানি) ঢেকে রেখে দিন। যেন ঘুম ভাঙার সাথে সাথে আপনাকে পানি খুঁজতে না হয়।

২. সাথে সাথে পানি পান করা:

খারাপ স্বপ্ন দেখে, পেটে অস্বস্তি নিয়ে বা মুখে খাবারের স্বাদ নিয়ে ঘুম ভাঙলে সাথে সাথে ঐ রুকইয়াহ করা পানি প্রচুর পরিমাণে পান করবেন। সম্ভব হলে ঐ পানিতে সামান্য সিদর

পাতা (বরই পাতা) গুঁড়ো বা মধু মেশানো থাকলে সবচেয়ে ভালো হয়।

৩. বমি করে পেট পরিষ্কার করা (আস্তাফরাখ):

পানি পানের পর যদি পেটে ব্যথা, ভারী অনুভব বা মুখে স্বাদ অবশিষ্ট থাকে, তবে গলায় আঙুল দিয়ে বমি করে পেট পরিষ্কার করার চেষ্টা করবেন। শাইখ বলেছেন, জাদুর প্রভাব রক্তে বা শরীরে হজম হয়ে যাওয়ার আগেই তা বমি করে বের করে ফেলা অত্যন্ত জরুরি। এতে শয়তানের নবায়নের সম্পূর্ণ চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

৪. রুকইয়াহ অডিও শোনা:

বমি করার পর বা পেট পরিষ্কার করার পর জাদু (সিহর) বাতিলের রুকইয়াহ অডিও শুনবেন। বিশেষ করে শাইখ খালিদ আল-হাবাশীর সিহরের রুকইয়াহ শুনতে পারেন। এটি পেটে থাকা অবশিষ্ট প্রভাব ধ্বংস করতে সাহায্য করবে।

"শয়তানের চক্রান্ত অত্যন্ত দুর্বল। আল্লাহর উপর ভরসা রেখে এই প্রতিরোধমূলক আমলগুলো চালিয়ে যান।"